সুশাসন : উৎস মানুষ

সুব্রত কুন্ডু

'দারিদ্র দূরীকরণ ও উন্নয়নের একটি প্রধান অনুঘটক হল সুশাসন' রাষ্ট্রসংঘের প্রধান কোফি আন্নান বলেছিলেন কথাটি, ১৯৯৮ সালে। সাম্প্রতিক বছরগুলিতে উন্নয়নের জন্য সুশাসন বিষয়টিকে একটি অন্যতম প্রধান বিষয় হিসেবে দেখা হচ্ছে। অনুদাতা সংস্থাগুলি, যারা উন্নয়নমূলক কাজে মূলত সরকারি সংস্থাদের আর্থিক সহায়তা দেয় তারাও, কার্যকরী সুশাসনের জন্য অর্থ দান করছে। উন্নয়নশীল দেশগুলি তাদের কর্মসূচিতে সুশাসনকে প্রাধান্য দিতে বলছে, সুস্থায়ী রাজনৈতিক, আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন, শান্তি, নিরাপত্তার জন্য প্রয়োজন সুশাসন।

এসব সত্ত্বেও, সারা বিশ্বসহ আমাদের দেশে, প্রধানত গ্রামে বসবাসকারী অধিকাংশ দরিদ্র এবং কৃষিনির্ভর মানুষ জনের ভালো থাকা, জীবন জীবিকার নিরাপত্তা আনার জন্য শাসন কে 'সু' করা একটি বড় চ্যালেঞ্জ।

সুশাসনের ধারণা সম্পর্কে গ্রাম থেকে শহরে, রাজ্য থেকে রাজ্যে, দেশ থেকে দেশে সবাই একমত নয়। বিশ্ব ব্যাঙ্ক প্রচুর তথ্য সংগ্রহ এবং সংকলন করে সুশাসনের ৬টি দিক নির্দেশ করেছে এগুলি হল,

১) বক্তব্যের স্বাধীনতা এবং দায়বদ্ধতা, ২) সরকারের সক্রিয়তা, ৩) গুণগত নিয়ন্ত্রণ, ৪) দুর্নীতির নিয়ন্ত্রণ, ৫) আইনের শাসন ও ৬) রাজনৈতিক সুস্থিরতা। যদিও মনে হয়, সামাজিক সুরক্ষা, লিঙ্গ সাম্য এবং পরিবেশ সংরক্ষণও হল সুশাসনের অতি প্রয়োজনীয় উপাদান।

শাসন ও আর্থিক উন্নয়নের মধ্যে সম্পর্ক বেশ জটিল। কারণ আমরা আমাদের দেশের দিকে ফিরলেই তা বুঝতে পারি। একথা ঠিক ভারত গত ১০-১৫ বছরে সামাজিক উন্নয়নের সূচক অনুযায়ী বেশ খানিকটা উন্নত হয়েছে। যেমন শিক্ষাক্ষেত্রে লিঙ্গ বৈষম্য অনেকটা দূর হয়েছে, শিশু মৃত্যুর হার কমেছে ইত্যাদি ইত্যাদি। তা সত্ত্বেও ট্রান্সপ্যারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল সংস্থা রচিত দুর্নীতির তালিকায় ভারত সবথেকে দুর্নীতিগ্রস্ত দেশগুলির মধ্যে একটি।

গ্রামীণ এলাকায় পরিষেবা এবং সম্পদের সমবন্টন বিষয়টিও বেশ জটিল। আমরা জানি, ভারত হল একটি গণতান্ত্রিক দেশ। শুধু তাই নয়, এখানে বেশ ভাল গণতান্ত্রিক বাতাবরণ রয়েছে। তা সত্ত্বেও সরকারি নীতি পরিকল্পনা, কার্যক্রমে শহুরে একপেশে মনোভাবের জন্য, উন্নয়নের সুফল গ্রামের মানুষের কাছে পৌঁছায় না, শহরকেন্দ্রিকই রয়ে যায়। পাশাপাশি শুধু শহর নয় আইন সভায় সারা দেশ সহ প্রত্যন্ত গ্রামাঞ্চলের প্রতিনিধিরা নির্বাচিত হলেও 'গ্রামোন্নয়ন কোন রাজনৈতিক সুবিধা এনে দেবে' - এ ধারণা, সুশাসনের অন্তরায় হয়ে দাঁড়ায়।

এর সাথে কী ধরনের শাসন ব্যবস্থা প্রয়োগ করলে গ্রামের দরিদ্রদের সত্যিই উন্নয়ন হয় এরকম কোনো গবেষণাও হয় না। উল্টে 'সু'শাসন বোঝাতে যে সূচক ব্যবহার করা হয় যেমন বিদেশি বিনিয়োগকারীর উপযুক্ত বাতাবরণ কতটা আছে, রফতানির পরিবেশ কিরকম, শেয়ার বাজারের অবস্থা, কৃষি বাণিজ্যের পরিবেশ ইত্যাদি - তাতে শহুরে মানসিকতার প্রতিফলন ঘটে।

এগুলি তাই বেশিরভাগ সময়ই দরিদ্র চাষিদের, গ্রামীণ অন্যান্য দরিদ্রদের বা সার্বিকভাবে গ্রামের মানুষের জীবনমানের উন্নয়নের কাজে লাগে না এবং এইসব সূচকের ভিত্তিতে তৈরি 'সুশাসন' তাদের জন্য কোনো সুফল বয়ে আনে না। তাদের কাছে তাই 'সু'তো দূরের কথা, শাসন বস্তুটাই অধরা থেকে যায়।

গ্রামীণ দরিদ্রের উন্নয়নে সরকার ও বাজার অর্থনীতির ব্যর্থতায় সম্প্রতি, বিভিন্ন দেশ সহ আমাদের দেশে নাগরিক সমাজ (বা সিভিল সোসাইটি) আন্দোলন, সরকার এবং অনুদাতা সংস্থাগুলি সার্বিকভাবে তিন ধরনের কৌশল অবলম্বন করছে (তবে এটা ভেবে নেওয়ার কোনো কারণ নেই সবাই সচেতনভাবে এই কৌশলগুলি প্রয়োগ করছে)।

এর প্রথম কৌশলটি হল, গ্রামীণ মানুষ বিশেষ করে দরিদ্রদের তাদের বক্তব্যের উপস্থাপন করার অধিকারের অভ্যাসের সুযোগ সৃষ্টি, গণ পরিষেবাগুলির চাহিদার কথা উপস্থাপন এবং যারা এইসব পরিষেবা দিচ্ছে তাদের দায়বদ্ধতা বৃদ্ধির জন্য উদ্যোগ, রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক বিকেন্দ্রিকরণ, স্থানীয় নেতৃত্ব তৈরির অবস্থা সৃষ্টি, স্বচ্ছতা ও সততার আন্দোলন, সহভাগী উন্নয়ন ইত্যাদির মাধ্যমে। কর্নাটক সরকার সম্প্রতি সামাজিক হিসেব নিকেশ (বা স্যোসাল অডিট) এর ব্যবস্থা করেছে যাতে স্থানীয় জনসাধারণ বিচার করবে, কোনো উন্নয়ন প্রকল্পের ফলে যা খরচ হল তাতে গুণগত উন্নয়ন কতটা হল।

দ্বিতীয়ত পাব্লিক সেকটরগুলির খোলনলচে পরিবর্তন, সরকার ও বেসরকারি যৌথ উদ্যোগ, এনজিও, ব্যক্তিমালিকানাধীন সংস্থার মাধ্যমে পরিষেবা দান ইত্যাদি বহুমুখী পরিষেবা ব্যবস্থার মাধ্যমে পরিষেবা সরবরাহ ব্যবস্থার মানোন্নয়ন।

তৃতীয়ত সামূহিক সংগঠন, সম্পদ ব্যবহারকারী গোষ্ঠী, চাষিদের দল, সমবায় এর মাধ্যমে স্ব-সহায়তার (যেমন স্বনির্ভর দলগুলি করছে) প্রবণতা বৃদ্ধি করার চেষ্টা চলছে।

কিন্তু এত সব ব্যবস্থার মাধ্যমে উন্নত শাসন ব্যবস্থা প্রয়োগ করে কৃষি ও গ্রামোন্নয়নের চেষ্টা হলেও পরীক্ষা নিরীক্ষা ফলাফলের ধরন কিন্তু মিশ্র। অর্থাৎ কোথাও ভালো, কোথাও মোটামুটি আবার কোথাও খুবই খারাপ।

এসব থেকে একটা কথা পরিষ্কার, মডেল তা শুনতে যতই ব্যবহারকারীর উপযোগী হোক না কেন একই মডেল একটা দেশ, রাজ্য, জেলা, গ্রাম নির্বিশেষে উপযুক্ত হবে এরকম ভাবার কোনো কারণ নেই। স্থান, কাল, মানুষ, পরিবেশ অনুযায়ী তার প্রয়োগের যেমন পার্থক্য হয় তেমনই তার ফলাফলও বহুলাংশে এক রকম নাও হতে পারে। সেই কারণে সাধারণ মানুষকে গোষ্ঠীবদ্ধভাবে তাদের নিজেদের এলাকার উন্নয়ন পরিকল্পনা এবং তার প্রয়োগে আরও উৎসাহ দেওয়া এবং দক্ষতা ও সক্ষমতা বৃদ্ধি করা প্রয়োজন। এভাবেই বেশিরভাগ মানুষ সুশাসনের আওতায় আনা যাবে বলে মনে হয়।

আপনাদের পত্রিকায় প্রকাশের জন্য